[redacted]

[redacted]

জনতার কণ্ঠস্বরের মুখোশে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল!

লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম
শাহিন। বাড়ি মেহেরপুরের মল্লিক
পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে তিনি শাহিন
খরা বলে পরিচিত। গত এক বছর ধরে
ফেসবুক লাইভে বলিষ্ঠ কণ্ঠে
উপস্থিত হয়ে আলোচনায় আসেন এই
প্রবাসী।

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে দুর্নীতি বিরোধী বক্তব্য, কড়া সমালোচনা, আর রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক এক্সপোজে নিজেকে তুলে ধরেন জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। তবে এবার তার বিরুদ্ধেই উঠেছে ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির মত ভয়ানক অভিযোগ।

মুখে জুয়া বিরোধী, পেছনে ডলার বাণিজ্য!

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে শহিদুল ইসলামের পরিচিতি বাড়তে থাকে রাজনৈতিক লাইভ ও কড়া সমালোচনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আদালতের বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার, এমনকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার কেউ বাদ পড়েননি তার খিস্তিখেউড়ের তালিকা থেকে।

তবে তার প্রকৃত পরিচয় সামনে আসে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে মহৎ সামাজিক যুদ্ধের আড়ালে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম শাহিন জুয়াড়িদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করেন এবং পরে তাদের ফোন দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতে থাকেন।

সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেলে জমা পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, শহিদুল ইসলাম কারও কাছ থেকে তিন হাজার ডলার, কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন, ‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই

প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে

তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

শৈলকুপায় কৃষকদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষকদল নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায়

আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত এটা জানি। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তিনি নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল জানান, ওই নারির অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তিনি জানান, এ নিয়ে যদি আদালতের কোন নির্দেশনা আসে তবে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান গত শুক্রবার রাতে জানান, এ বিষয়ে শৈলকুপা থানায় আদালতের নির্দেশে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, মামলা নং ০৪/২৫। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারি সম্ভবত খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাকে প্রলোভনে ফেলে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

গাংনীতে লাভেলো আইসক্রিমের মালিকের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন

গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি ও লাভেলো আইসক্রিমের মালিক প্রকৌশলী একরামুল হক তাজুর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় এ সংবাদ সম্মেলনে এলাকাবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করেন স্থানীয় যুবক মো. সোহেল রানা।

তিনি বলেন, “ঐতিহ্যবাহী মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এলাকার মানুষ জমি দানসহ নানা আর্থিক সহযোগিতা করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত শওকত আলী মুন্সি, খোদাবক্স মিয়া, মোজাম্মেল হক, মোবারক হোসেন, মাওলানা নজরুল ইসলাম ও আবু বকরসহ অনেকেই।”

তিনি আরও বলেন, “মানিকদিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে, লাভেলো গ্রুপের চেয়ারম্যান একরামুল হক তাজু বিগত সরকারের আমলে প্রভাব খাটিয়ে একটানা ১২ বছর মাদ্রাসার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি মাদ্রাসাটিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেন। ২০০৯ সালে তিনি নিজের ক্ষমতাবলে তাঁর পিতা মোজাম্মেল হককে মাদ্রাসার একক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখান এবং ম্যানেজিং কমিটিতে আজীবন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাখার রেজুলেশন অনুমোদন করেন। তাঁর ভাই মো. জাহিদুল হক সাজুকে দাতা সদস্য হিসেবে ১২ বছর ধরে কমিটিতে রাখেন।”

অভিযোগে আরও বলা হয়, “সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে মাদ্রাসার জমিতে মোজাম্মেল হক ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পদে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে একতলা ভবনের উপর নির্মাণ করেন দোতলা ভবন। উন্নয়নের কথা বলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন তিনি।”

তিনি আরও বলেন, “নৈশ প্রহরী, আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন একরামুল হক তাজু। একসময় তিনি একজন আদম ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি দিয়ে শিল্পপতি হন। বিগত সরকারের আমলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ সরকার পরিবর্তনের পর কয়েক মাস একরামুল হক তাজু বিদেশে পালিয়ে ছিলেন।”

তিনি বলেন, “মাদ্রাসায় তাঁর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর নিয়ন্ত্রিত কিছু লোক প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাঁর এই অপকর্মগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।”

লিখিত বক্তব্যে আরও অভিযোগ করা হয়, “নৈশ প্রহরীর নিয়োগে বয়স জালিয়াতি করে উৎকোচ গ্রহণ করে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন, ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামীম আহমেদ সাপ্পার, স্কুলশিক্ষক কামরুজ্জামান, যুবদল নেতা তুহিন হোসেন, আব্বাস আলী, সেলিম রেজা, জহিরুল ইসলাম, ও সোহেল রানা প্রমুখ।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২নং মধুহাটি ইউনিয়নের চোরকোল গ্রামের পূর্বপাড়ায় রাস্তার পাশের প্রায় অর্ধলাখ টাকা মূল্যের একটি সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করেছেন মামুন মল্লিক (৪০) নামে এক স্কুল শিক্ষক। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং সদর উপজেলার ১৬নং চন্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলজিইডি’র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) আওতায় নির্মিত সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কড়াই গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। জানা গেছে, মামুন মল্লিক বন বিভাগ বা এলজিইডি থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই গাছটি কেটে ফেলেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গাছটি কেটে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

গ্রামবাসীরা জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মামুন মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। গাছটির বাজারমূল্য আনুমানিক অর্ধলাখ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মামুন মল্লিক শুধু সরকারি গাছই নয়, সম্প্রতি একই গ্রামের গোলজার হোসেনের পৈত্রিক জমি থেকে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কড়াই গাছও কেটে নিয়েছেন। গোলজার হোসেন মামুনের ভয়ে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে সাহস পাননি।

এমন কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছ কেটে নেওয়া যায়?

স্থানীয় বাজার গোপালপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম জানান, “৪ এপ্রিল সকালে এসিল্যান্ড স্যারের মাধ্যমে জানতে পারি যে চোরকোল গ্রামের মামুন মল্লিক সরকারী গাছ কেটে নিচ্ছেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তিনি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বলেন, ‘আপনি কি আগের পুলিশ? কিসের এসিল্যান্ড? তাকে ফোন দেন, আমি কথা বলবো।’

এ বিষয়ে মামুন মল্লিকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক সাংবাদিকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি আমার পৈত্রিক জমি থেকে গাছ কেটেছি, এটি সরকারি রাস্তার গাছ নয়।” এরপর তিনি ফোনটি কেটে দেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, “সরকারি গাছ কেটে নেওয়া বা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

ঝিনাইদহে ইমামের বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

ঝিনাইদহে এবার আব্দুর রহিম নামে এক ইমামের বিরুদ্ধে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর ওই ইমামকে এলাকাবাসী আটক করে।

অভিযুক্ত আব্দুর রহিমের বাড়ি কুমিল্লায়। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার দুপুরে শহরের আরাপপুর সোনালীপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী শিশুটি শহরের একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

ভিকটিম শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে শিশুটিকে মসজিদের একটি ঘরে ডেকে নেয় আব্দুর রহিম। পরে শিশুটিকে পাশবিক নির্যাতনের চেষ্টা চালায়। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে অভিযুক্ত আব্দুর রহিম তাকে ছেড়ে দেয়। পরে শিশুটি বাড়িতে ফিরে তার মায়ের কাছে ঘটনাটি খুলে বলে।

ঘটনার পরে স্থানীয়রা অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি ও ভিকটিম শিশু কর্তৃক বর্ণনার ভিডিও সংরক্ষিত আছে। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে অপরিচিত কয়েকজন এসে অভিযুক্ত আব্দুর রহিমকে তাদের হেফাজতে নেন। আব্দুর রহিমকে কারা নিয়ে গেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানা গেছে, অভিযুক্ত আব্দুর রহিম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার পাশাপাশি আরাপপুরের সোনালীপাড়া জামে মসজিদে তারাবি নামাজের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

অভিযুক্ত আব্দুর রহিমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বুধবার দুপুরে ধারণকৃত একটি ভিডিওতে অভিযুক্তকে ঘটনার দায় স্বীকার করতে দেখা গেছে। ওই ভিডিওতে অভিযুক্ত আব্দুর রহিম বলেন, আমি শিশুটির সঙ্গে অন্যায় করেছি। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ধর্ষণের অভিযোগ সত্য নয়।

আরাপপুর সোনালীপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ওই শিশুর বাবা মায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন এই ঘটনা সম্পর্কে আমার জানা নাই।

অভিযুক্তের ভিডিও স্বীকারোক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিডিওতে কি বলেছেন তা আমি জানিনা। আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তির ভিডিও থাকলে যা ইচ্ছা লিখতে পারেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ধরনের ঘটনা জানতে পারিনি। কোন অভিযোগও পায়নি। অভিযোগ পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চিৎলা পাটবীজ খামারের জেডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টেন্ডার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি, টেন্ডার ছাড়া গাছ বিক্রি, গোপনে খামারের পুরানো গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি, শ্রমিকদের ভুয়া বিল ভাউসার তৈরি ও টেন্ডার বানিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া কৌশলে তার নিজ এলাকা থেকে নাজিম উদ্দিন নামের একজনকে খামারে অঘোষিত জেডি নিয়োগ দিয়েছেন। তার মাধ্যমে খামারে বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হয়। শ্রমিকের ভুয়া তালিকাও সে তৈরী করে।

জানা গেছে, যুগ্ম পরিচালকের জন্য সরকার মাসিক বাসা ভাড়া দিলেও সে ভাড়া বাসায় না থেকে অবৈধভাবে খামারের অতিথি ভবন (রেস্ট হাউজ) ব্যবহার করে আসছেন। অতিথি ভবন নিজের বাসা হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে প্রতি মাসে সরকারের নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করার কথা থাকলেও তিনি কোন টাকা জমা দেননি। ফলে সরকারকে তিনি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। এছাড়া বিনা কারনে সরকারকে বাবুর্চি, পাহারাদার এবং বিদ্যুৎ ও এসি বিল বাবদ গুনতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়াও সরকারি গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মোর্শেদুল ইসলাম সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে চুয়াডাঙ্গায় তার শশুরের এলাকায় গরুর ফার্ম করেছেন। তার এই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে খামার এলাকার চিৎলা, জুগিন্দা, নিত্যানন্দপুর ও বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সচেতন মহল মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশও করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে তিনার অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ প্রচার হলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেননি।

এ ব্যাপারে জেডই মোর্শদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে বলেন নো কমেন্টস।

মেহেরপুরে অতিরিক্ত লোড

নেওয়ায় চালকের বিরুদ্ধে মামলা, ট্রাক জব্দ

মেহেরপুর পৌরসভার সামনে অতিরিক্ত লোড নিয়ে পার হওয়ার সময় বিদ্যুতের তারসহ কয়েকটি ইন্টারনেট তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রাক জব্দ করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১৫ মার্চ) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পরিদর্শক ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, অতিরিক্ত লোড বহন করা ট্রাফিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। তাই ট্রাকচালক সালু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

ট্রাকের মালিক সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ফিরোজ আহমেদকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়া তারের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জিএম এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়মসহ একাধিক অভিযোগ করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন সাধারণ গ্রাহক ও কর্মচারীরা।

অভিযোগের একটি অনুলিপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়েও পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীদের অভিযোগের কিছুটা সত্যাতা পাওয়া গেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন এ সকল অভিযোগ নিয়ে